দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 08 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ .....

শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন

হাসানুজ্জামান

সম্প্রতি মাছরাঙা টিভিতে প্রচারিত এবং ভাইরাল হওয়া একটি সংবাদ প্রতিবেদনের পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথাই শুনছি। তাই কিছু না লিখে পারছি না। অনেকের কাছে বিষয়টা অবিশ্বাস্য যে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা শিক্ষার্থীরা এত সহজ সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি, তাদের সন্দেহ যে বিষয়টি হয়তো সাজানো। বিষয়টি যে সাজানো এটা কিন্তু প্রমাণিত নয়, তাই সন্দেহের ভিত্তিতে ওই সাংবাদিককে দোষারোপ করা ঠিক না (এটাকে 'মিডিয়া ট্রায়াল' বলা যায়)।

জাতীয় দিবস কবে এটা জানে না কথাটি আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য, কারণ আমি নিজে প্রমাণ পেয়েছি। উচ্চ মাধ্যমিকে থাকাকালীন আমার কয়েকজন ভালো রেজাল্ট করা বন্ধুকে এটা ভুল বলতে দেখেছি। আর বোর্ড বইয়ের প্রথমে জাতীয় ও রণ সংগীত লেখকের নাম লেখা থাকে ঠিকই, কিন্তু অনেকেই তা একবারও পড়ে দেখে না। কারণ সেটা পরীক্ষায় আসে না। তাই অনেকেই জাতীয় সংগীত আর রণ সংগীত গুলিয়ে ফেলে, এটাও নিজের চোখে দেখা। যারা বলছেন যে এটা অবিশ্বাস্য, তাদেরকে বলি, আপনারা হয়তো ঢাকায় পড়ালেখা করা মানুষ। তাই দেখেননি। আমি ছোট জেলা শহরের ছেলে, সুবিধাবঞ্চিত হয়েও অনেক ভালো ফলাফল করা শিক্ষার্থী যেমন দেখেছি, অনেক সুবিধা পেয়েও ঐসব সাধারণ বিষয় না জানা শিক্ষার্থীও দেখেছি।

বোর্ড বইয়ের প্রথমে জাতীয় পতাকা এবং এর মাপ দেওয়া থাকে। কিছু ছাত্রকে প্রশ্ন করে দেখা যেতে পারে যে তারা জাতীয় পতাকার মাপ জানে কি না? অবাক হতে হবে। এটা অনেকেই শেখে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার আগে, যেটা ক্লাস ওয়ানের বইয়ে আছে। আমি ওদের দোষ দেই না।

নবম-দশম শ্রেণিতে বাংলা দ্বিতীয় পত্রের জন্য বোর্ড বই আছে। আমি নিজে সেটা জেনেছি এবং চোখে দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার আগে, কারণ প্রস্তুতির জন্য সেটা খুবই কার্যকর। আমি নিশ্চিত, আমার মতো অনেকেই আছেন যারা এটা না জেনেই মোটা একটি বই পড়ে সাফল্যের সঙ্গে মাধ্যমিক পাস করেছেন। স্কুলগুলো ব্যবসা করার স্বার্থে আমাদের বোর্ড বই পড়তে নিরুৎসাহিত করেছে। কিন্তু প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বোর্ড বইগুলো যদি কেউ ভালো করে পড়ে, তাহলে ভর্তি পরীক্ষার সময় খুব বেশি কষ্ট না করলেও সে ভালো করবেই।

এবার ছোট্ট একটি ঘটনা বলি। গতকাল সকালে খাওয়ার সময় আমার ক্যাম্পাসের এক বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় UGC (University Grant Commission)-এর কথা চলে আসে। বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রক এই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে আমাদের ঐ বন্ধুটি UGC-এর পূর্ণরূপ বলতে পারেনি। তাই বলে সে কিন্তু খারাপ ছাত্র না, সে বিজ্ঞান বিভাগের অন্যতম সেরা একটি বিষয়ের ছাত্র। ভবিষ্যতে সে অনেক ওপরে যাবে। আসলে এই বিষয়টি তার কোনোদিন জানার প্রয়োজন হয়নি বা পরীক্ষায় আসেনি। এমন অনেক মৌলিক বিষয় আমরা জানি না। এটা আমাদের দোষ না।

মিডিয়া এজেন্ডা সেটিংয়ের ক্ষেত্রে পুরোপুরি সফল হয়েছে। পুরো বিষয়টি যদি সাজানো বলে প্রমাণিত হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট সকলের সাজা হওয়া উচিত। আর যদি তা না হয় তাহলে নতুন কিছু করার প্রচেষ্টাকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাতে হবে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়